ডি-টেন ১০জি

ডায়াজিনন ১০ জি

সাবধানতা ঃ গন্ধ নেয়া, গায়ে লাগানো, গিলে খাওয়া, ছিটানোর সময় পানাহার বা ধুমপান নিষেধ। বাতাসের বিপরীতে বা খালিগায়ে ছিটাবেন না। কাজের শেষে কাপড় ও শরীর সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। মানুষ ও পশুখাদ্য হতে দূরে রাখুন। খালি প্যাকেট অন্য কাজে ব্যবহার করবেন না, ছিদ্র করে মাটির নীচে পুঁতে রাখুন। **ডি-টেন ছিটানো ক্ষেতে অন্ততপক্ষে ২৪ ঘন্টা ঢুকবেন না, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী ও ঢুকতে দেবেন না।**

বিষক্রিয়ার লক্ষণ ঃ মাংসপেশী মোচড়ানো, তলপেট ব্যথা, বমি বমি ভাব, অস্থিরতা, ঝাঁপসা দৃষ্টি, চোখের তারার সংকোচন, শ্বাসকষ্ট, পাতলা পায়খানা, খিঁচুনি ইত্যাদি।

প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়া মাত্রই কীটনাশক নিয়ে কাজ করা বন্ধ করুন। কাপড়-চোপড় খুলে ফেলুন। সমস্ত শরীর সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চোখে লাগলে প্রায় ১৫ মিনিট পরিস্কার পানি ছিটান। খোলা জায়গায় রোগীকে শুইয়ে রাখুন। সত্বর ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

প্রতিষেধক ঃ এট্রোপিন সালফেট।

চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য ঃ ২-৪ এম জি (পূর্ণ বয়স্কের জন্য) এট্রোপিন সালফেট ইনজেকশন এট্রোপিনাইজড না হওয়া পর্যন্ত ৫-১০ মিনিট পর পর শিরায় দিতে হবে। ২৪-৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত এট্রোপিনাইজড করে রাখতে হবে। বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়ার ৬ ঘন্টার মধ্যে ইনজেকশন দেয়া আরম্ভ করলে সাথে অক্সাইম জাতীয় ইনজেকশন (টক্সোগোনিন/ পিএএম) দেয়া যেতে পারে।

রেজিঃ নং ঃ এপি ১৯৫০

প্রস্তুতকারক ঃ ঝিজিয়াং হেভেন পেস্টিসাইড এন্ড কেমিক্যাল কোং. লি. চায়না।

রেজি হোল্ডার, আমদানীকারক ও বাজারজাতকারী ঃ
EWCL ***ইষ্ট ওয়েষ্ট কেমিক্যাল্স লিঃ***
৫২/১ নিউ ইস্কাটন রোড, হাসান হোল্ডিংস (১০ম তলা), ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফ্যাক্টরি ঃ বারমাইল, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।
ফোন ঃ ০১৭০৮ ১৫৫ ৮২০

ব্যাচ নং ঃ
উৎপাদনের তারিখ ঃ
ব্যবহারের সময়সীমা ঃ
সর্ব্বোচ্চ খুচরা মূল্য ঃ

ডি-টেন ১০জি

ডায়াজিনন ১০ জি

১ কেজি

বিষ
বিপদজনক
শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

প্রতি কিলোগ্রামে ১০০ গ্রাম ডায়াজিনন আছে।

ডায়াজিনন = ও, ও-ডাইইথাইল ও -
(২-আইসোপ্রোপাইল-৬-মিথাইল-পাইরিমিডিন-৪-ইল) ফসফোরোথাইওয়েট।

ব্যবহারের আগে নিম্নের নির্দেশাবলী পড়ে নিন।

ডি-টেন অরগানোফসফরাস জাতীয় দানাদার কীটনাশক। ডি-টেন-এর কার্যকারিতা ৩-৪ সপ্তাহ স্থায়ী হয়। **ডি-টেন** ছিটানোর পর ২১ দিনের মধ্যে ক্ষেতে পশু-পাখি ঢুকতে দিবেন না এবং ফসল সংগ্রহ করবেন না।

অনুমোদিত মাত্রা ঃ একর প্রতি ৬.৭২ কেজি।

ব্যবহার বিধি ঃ ধানের বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমন দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় **ডি-টেন** ছিটাতে হবে। ছিটানোর সময় জমিতে ২-৪ ইঞ্চি আবদ্ধ পানি থাকা প্রয়োজন। পানি শুকিয়ে গেলে স্বাভাবিক সেচ দিন।

ব্যবহারবিধি ঃ	ফসলের নাম	অনিষ্টকারী পোকার নাম	অনুমোদিত প্রয়োগমাত্রা একর প্রতি
	ধান (Rice)	বাদামী গাছ ফড়িং (BPH)	৬.৭২ কেজি

"বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।"